ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-৫৫৭২

আগরতলা, ১২ মার্চ,২০২৬

# ১৩ ও ১৪ মার্চ আগরতলার শিশু উদ্যানে ৪র্থ রাজ্যভিত্তিক মৎস্য উৎসব

রাজ্যের মৎস্যজীবীদের স্বাবলম্বী করতে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী ১৩ ও ১৪ মার্চ আগরতলার শিশু উদ্যানে আয়োজিত হবে ৪র্থ রাজ্যভিত্তিক মৎস্য উৎসব-২০২৬। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার এ সংবাদ জানান।

তিনি জানান, ত্রিপুরার মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ একটি অপরিহার্য উপাদান। রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৯৯.৩৫ শতাংশ মানুষই মৎস্যভোজী। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৮৯,২২৪.৪ মেট্রিক টন মাছ এবং ৪৫ কোটি ৯৩ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে চাহিদার তুলনায় প্রায় ৩২ হাজার মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি রয়েছে। যা অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে মাছ উৎপাদনে ত্রিপুরা বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি মৎস্য উৎসবের মূল উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, এই উৎসব মৎস্যচাষিদের উৎপাদিত মাছ প্রদর্শনী ও বিপণনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। মৎস্যজাত পণ্যের জনপ্রিয়তা বাড়ানো, মাছের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, মৎস্যচাষের আধুনিক প্রযুক্তি ও অর্নামেন্টাল মৎস্যচাষের সুযোগ বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি মৎস্যচাষিদের মৎস্যচাষে উৎসাহিত করা এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি জানান, দু’দিনব্যাপী এই উৎসবে বিভিন্ন দপ্তরের স্টলের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য প্রদর্শিত হবে। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন সাফল্যের তথ্যও তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, যুগ্ম অধিকর্তা সুজিৎ সরকার প্রমুখ।

*****